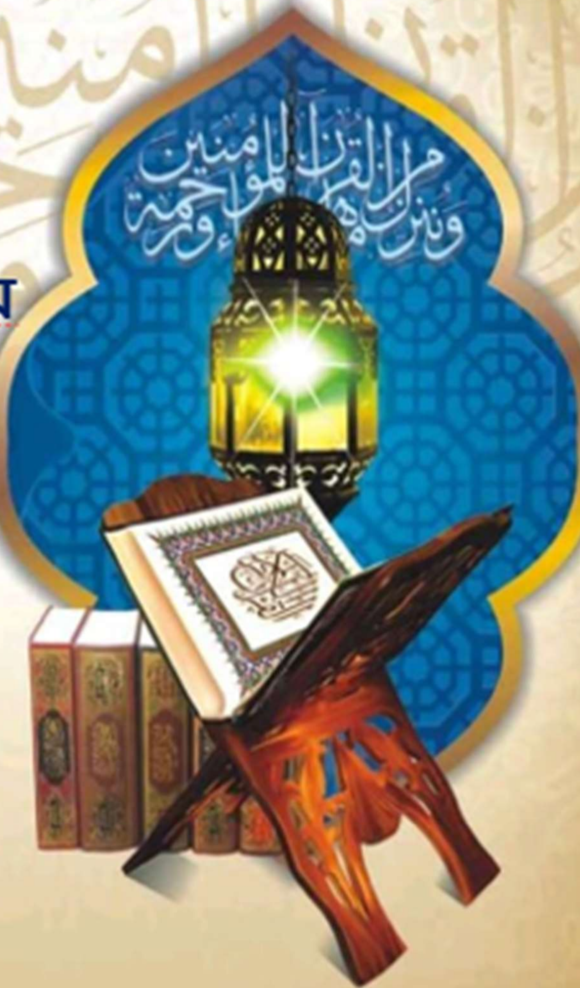
রোগের চিকিৎসা

بیماریوں کا علاج

قرآن و سنت سے

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে



تالیف

محترمہ عابدہ نسیم رحمہا اللہ

মিসেস আবিদা নাসিম

تہذیب و نظر ثانی

فضیلۃ الشیخ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ

আবু আদনান শেখ

মুহাম্মাদ মুনীর কামার

مکتبہ کتاب و سنت

রোগের চিকিৎসা
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে

সংকলিত:
মিসেস আবিদা নাসিম

সম্পাদনা ও সংশোধিত: মাননীয় শেখ মাওলানা আবু আদনান মুহাম্মাদ মুনীর কামার

অনুবাদ করেছেন:
তিনি। মোহাম্মদ নাসিম
24/11/1447 হিজম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম

تقديم

উপস্থাপনা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ইন্নাল-হামদা লিল্লাহি, নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু, ওয়া নাউদু বিল্লাহি মিন শুরুরী আনফুসিনা, ওয়া মিন সায়িয়্যি আ'মালিনা, মায়-ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লাহ লাহু, ওয়া ইয়াহদিল ফালা হাদিয়া লাহু, ওয়া আসহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

আম্মা বা'দ :

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে আরোগ্যের (শেফা) জন্য কুরআনুল কারীমের আয়াত এবং নবী করীম ﷺ-এর দোয়াসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, এটি "আকারে ছোট কিন্তু মূল্যে শ্রেষ্ঠ" এর বাস্তব রূপ, কারণ এটি সংক্ষিপ্ত এবং উপকারী। প্রশান্তি ও আরোগ্য লাভের নিয়তে সমস্ত কুরআনি আয়াত পাঠ করুন এবং বিভিন্ন রোগব্যাধির জন্য নবী করীম ﷺ-এর শেখানো আলাদা আলাদা দোয়াসমূহও পাঠ করুন, প্রতিটি পদ্ধতিতে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা লেখিকার (রহিমাহুল্লাহ) এই পরিশ্রমকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর স্বামী জনাব ইঞ্জিনিয়ার

মুহাম্মদ নাসিম (হাফিজাহুল্লাহ)-কে জাজায়ে খায়ের (উত্তম প্রতিদান) দান করুন। আমীন।

এই পুস্তিকাটি এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে এবং এখন আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনীর সাথে মাকতাবা কিতাব ওয়া সুন্নাত উম্মুল কুরা পাবলিকেশন্স পাকিস্তানের।
وَبِيدِ اللَّهِ التَّوْفِيقُ وَمِنْهُ الْقَبُولُ (ওয়াবিয়াদিল্লাহিত তাওফিকু ওয়া মিনহুল কাবূল).

বইটি রচনা করেছেন আমাদের লেখক জিগার হাসান কামার (আ.)

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْهُ صَالِحَ الْأَعْمَالِ وَوَفَّقَنَا وَ إِيَّاهُ لِكُلِّ خَيْرٍ

(তুলনা করুন আল্লাহু মিনহু সালিহা-আল-আ'মালি ওয়া ওয়াফাকানা ওয়া ইয়াহু লি-কুল্লী খায়র)।

মহান আল্লাহ তাআলা সকল পাঠকের জন্য উপকারী হোন। আমেন।

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(ওয়াসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু)

আবু আদনান মুহাম্মদ মুনির কামার নওয়াব উদ্দিন,
অনুবাদক, শরয়ী আদালত,
আল-খোবার এবং সহযোগী দাঈ, মাকাতাব আল-জালিয়াত
(দাওয়া সেন্টার) আল-খোবার, আর-রাকাহ এবং আজ-জিল্যাম,
সৌদি আরব।
তারিখ: বুধবার, ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪১ হিজরি / ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইংরেজি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

এই রোগটি মোমিনের একটি পরীক্ষা:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী ﷺ এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীগণের ؓ ওপর।

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ ও পরীক্ষা, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন, যেমন রোগব্যাধি, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মাল ও জানের ক্ষতি ইত্যাদি। এমন সময়ে তিনি সবর (ধৈর্য) ও সান্ত্বনাকে ফরজ করেছেন, যাতে আল্লাহ এর বিনিময়ে তাদের প্রতিদান ও সওয়াব দান করেন এবংতাদের মন্দ কাজ ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴿١٥٥﴾﴾ [البقرة: 155]

ওয়া- লানাব্‌লুওয়ান্নাকুম বি- শায়িম- মিনাল- খাফি ওয়াল- জুয়ি ওয়া- নকশিম- মিনাল- আমওয়ালি ওয়াল- আনফুসি ওয়াথ- থামারাত; ওয়া- বাশশিরিস- শাবিরিন।

"আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদের ক্ষয়, কিছু প্রাণ ও ফল-ফসল এবং যারা ধৈর্যশীল, তাদের সুসংবাদ দাও।

ইরশাদ-ই-নববী ﷺ আরে:

"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল দান করবেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম আর কিছুই কাউকে দেওয়া হয়নি।" (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম)

ইরশাদে রিসালাত মা'আব ﷺ হাই:

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর উপর জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বিপদ অবতীর্ণ হতে থাকে, যতক্ষণ না বিশ্ব আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন তার আমলের কিতাবে কোন পাপ থাকবে না।
(সুনান আত-তিরমিযী)

নবী-ই-আকরাম ﷺ তিনি বলেছেন:

"মুমিনের ঘটনাটিও অদ্ভুত, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি পরিস্থিতি আমাদের জন্য উপকারী। যদি সুখ অর্জন করা হয়, তবে সে তার পালনকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা নিয়ে আসে, যা তার জন্য বিস-এ-খায়ের, এবং যদি তাকে কোনও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, তবে তার ধৈর্য রয়েছে যা তার পক্ষে বিস-এ-খায়ের।

আর এটা শুধু মুমিনের জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। (সহীহ মুসলিম: 2999)

ফরমান-ই-নবভী ﷺ আরে:

"যখন কোন মুসলমান শারীরিক আঘাত বা অসুস্থতা, ছোটখাটো দুঃখ বা কষ্ট ভোগ করে, এমনকি যদি তাকে কাঁটা কামড় দেয়, তখন আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।
(সহীহ বুখারী: 5640, সহীহ মুসলিম: 2572)

ফরমানে রিসালাত মা'আব ﷺ আরে:

"আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার প্রতি সৎকর্ম করতে চান, তখন দুনিয়াতে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করেন এবং যখন আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি কঠোর আচরণ করতে চান, তখন তিনি তার পাপের হিসাব নেন না, যতক্ষণ না কিয়ামতের দিন তাকে তার পাপের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হয়।
(সুনান আত-তিরমিযী: 2396, সুনান ইবনে মাজাহ: 4031, সহীহ ইবনে হিব্বান: 9411)

ইরশাদ-ই-নবভী ﷺ আরে:

"মহা সওয়াব কেবল মহা দুর্দশার মুখেই আসে এবং আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তিনি তাদেরকে কষ্ট দেন। যে ব্যক্তি এ দুর্যোগে সন্তুষ্ট হয়, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে এবং যে

ব্যক্তি এই দুর্যোগে ক্ষুব্ধ হয়, তাকে আল্লাহর ক্রোধের মুখোমুখি হতে হয়।
(সুনান আত-তিরমিযী: 2396, সুনান ইবনে মাজাহ: 4031)

দুনিয়ার অভাব, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, সম্মান ও জগতের অপমান আল্লাহর ভালোবাসা বা অসন্তুষ্টির নিদর্শন নয়, বরং মহান আল্লাহ তাআলা তা কেবল পরীক্ষা করার জন্য করেন যাতে তা দেখা যায় কে আশীর্বাদে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং কে দুঃখকষ্টে ধৈর্যশীল?

পৃথিবী কর্মের রাজধানী এবং পরীক্ষাও দার-উল-পরীক্ষা, যিনি এর বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন তিনিই সফল হয়েছেন।

নবী-ই-আকরাম ﷺ ইরশাদে মুবারক কী?:

"যখন একজন মানুষের অন্তরে এই দু'টি জিনিস থাকে, তখন আল্লাহ তাকে যা প্রত্যাশা করেন তা দেন এবং সে যে ভয় পায় তা সে ভয় করে না। (সুনান আল-তিরমিযী)

নামাজ ইবাদতের ভিত্তি যা দ্বীনের স্তম্ভ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। প্রত্যেক পরিপক্ক ব্যক্তির জন্য নামায ফরজ। স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা, ভ্রমণ, শান্তি ও ভয়ের যে কোন পরিস্থিতিতে তার সামর্থ্য অনুযায়ী দাঁড়ানো, বসা বা শুয়ে থাকা তার উপর ফরজ। যাই হোক না কেন, যতদিন বুদ্ধি থাকবে, ততদিন **নামায অকার্যকর হবে না।**

মহান আল্লাহ তাআলা সূরা হিজরে ইরশাদ করেন:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99]

"ওয়াবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল-ইয়াকিন"

আর তোমার পালনকর্তার এবাদত কর যতক্ষণ না তোমাকে মৃত্যু নিয়ে আসে।

অসুস্থতার ক্ষেত্রে একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত মহান আল্লাহ সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা থাকা যে, আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন, তাকে শাস্তি দেবেন না, তাকে ক্ষমা করবেন না এবং ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় তুমিই ক্ষমাশীল। তাঁর রহমত সবকিছুকে পরিচ্ছন্ন করে।

কুদসী হাদীসে আপনি ﷺ তিনি বলেছেন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা যা মনে করে আমি তাই আছি এবং তার মন অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করব।
(সহীহ বুখারী: 7405, সহীহ মুসলিম: 7507)

মহান আল্লাহ তাআলা যেসব রোগ নাযিল করেছেন সেসব রোগের প্রতিষেধকও নাযিল করেছেন। চিকিৎসার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও করা উচিত, কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিরাময়ের ব্যবস্থাও করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82]

(ওয়া নুনজ্জিলু মিনাল কুরআন মা হুওয়া শিফাউন ওয়া মুমিনদের জন্য।

"আর আমরা কুরআন থেকে যা অবতীর্ণ করেছি তা মুমিনদের জন্য বরকত ও রহমতস্বরূপ এবং এটি কাফেরদের ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়।"

পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সেই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যা মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾" [الحشر: 21]

লাও আনযালনা হাযাল কুরআনা 'আলা জাবালিল লারাআইতাহু খাশি'আম মুতাসাদদি'আম মিন খাশিয়াতিল্লাহ; ওয়া তিলকাল আমছালু নাদরিবুহা লিন্নাছি লা' আল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন।

"(হে নবী!) যদি আমরা এ সময় এই কুরআন তিলাওয়াত করি (যদিও কেয়ামটি অত্যন্ত কঠোর), আপনি দেখতে পাবেন যে এটি আল্লাহর ভয়ে মাথা নত করছে এবং ফেটে যাচ্ছে এবং আমরা মানুষকে বলছি এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন।

তারিকা-ই-ইলাজ:

কুরআনের আয়াতগুলো দিয়ে সব রোগ, এমনকি ক্যান্সারও নিরাময় করা সম্ভব। অতএব, এখানে আমরা কুরআনের সেই আয়াতগুলির দিকে ইঙ্গিত করছি যা আল্লাহ তাঁর নবীদের কুরআনে শিখিয়েছেন, যাতে পাঠকরা সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে।

ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকা, গুনাহ পরিহার করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করা উচিত। তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, সকল মুমিনের জন্য, মুসলমানদের জন্য দোয়া করা উচিত।

প্রথমে সূরা ফাতিহা তিনবার তিলাওয়াত করুন, তারপর দুরুদ শরীফের শুরুতে ও শেষে (দুরুদ আ ইব্রাহিমী) তিলাওয়াত করবেন। অতঃপর নিচের আয়াতগুলো একের পর এক দুই, তিনবার আবৃত্তি করুন:

1. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۞اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞

আল্লাহুম্মা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলী মুহাম্মাদীন, কামা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলী ইব্রাহিমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলী মুহাম্মাদীন, কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলী ইব্রাহিমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

2. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ٣ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧﴾ [الفاتحة: 1-7]

আউদু বিল্লাহি মিনাশ-শয়তানীর-রাজিম। বিসমিল্লাহির-রহমান-রহিম।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামমীন। আর-রাহমানীর-রহিম। মালিকি ইয়ামিদ-দ্বীন। আমি তোমাকে হতাশ করব না। ইহদিনাস-সিরাতাল-মুস্তাকিম। সিরাতাল-লাধিনা আন'আমতা আলাইহিম গাইরিল-মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন।

3. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

﴿الم۝١ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۝٢ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۝٣ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۝٤ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۝٥﴾ [البقرة: 1-5]

বিসমিল্লাহির-রহমান-রহিম। আলিফ-লাম-মীম। জালিকাল-কিতাবু লা রাইবা ফিহ, হুদল-লিল-মুত্তাকিন। আল্লাহ তা'আলাহীন ইউ'মিনুনা বিল গাইবি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাজাকনাহুম ইউনফিকুন। ওয়ালাধিনা ইউ'মিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন কাবলিকা ওয়া বিল-আখিরাতি হাম ইউকিনুন। উলাইকা আলা হুদাম মীর-রাব্বীহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন।

4. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۝٢٥٥﴾ [البقرة: 255]

আল্লাহ তাআলা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইয়ুম, লা তাখুদুহু সিনাতু-ওয়ালা নাওম, আল্লাহু মা ফিস-সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল-আরদ, মান ধাল-লাদী ইয়াশফাউ ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহু বি-ইযজ্ঞ। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহিতুনা বি-শাইম-মিন 'ইলমিহি ইল্লা বি-মাশা'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নবী মুহাম্মাদ (সা.)

5. ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾﴾ [البقرة: 285-286]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুল্লাল্লাহু আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহ। নুফাররীক বাইনা আহাদীম-মীর-রুসুলিহ। ওয়া কালু সামি'না ওয়া আতানা, গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল-মাসির। উসাহা দ্বীপটি যে কোনও জায়গা নয় তা উল্লেখ করার দরকার নেই।

রাব্বানা লা তু'আখিদনা ইন-নাসিনা আখতানা। রাব্বানা ওয়ালা তামিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আল্লাল্লা লাদীনা মিন কাবলিনা। রাব্বানা তেল ছড়িয়ে পড়া ছেড়ে দিতে চাননি। ওয়া'ফু আন্না, ওয়াগফির লানা, ওয়ারহামনা। আন্দা মাওলানা ফানসুরনা আল-কাওমিল-কাফিরিন।

6. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾ [آل عمران: 26-27]

কুলিল-লাহুম্মা মালিক-মুলকি তুতিল-মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানজিউল-মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়া তুইজ্জু মান তাশাউ, বি-ইয়াদিকাল-খায়ের, ইন্নাকা আলা কুল্লী শায়ীন কাদির। তুলিজুল লাইলা ফিন নাহারি ওয়া তুলিজু আন-নাহারা ফিল-লাইল, ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল-মায়িতি ওয়া তুখরিজুল-মায়িতা মিনাল-হাই, ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বি-গাইরি হিসাব।

7. ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾﴾ [آل عمران: 173]

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল

8. ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝١٩٣ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝١٩٤﴾ [آل عمران: 193-194]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী ছিলেন। রাব্বানা ফাগফির লানা ধুনুবানা ওয়া কাফির আন্না সায়িয়ীআতিনা ওয়া তাওয়াফফানা মা'ল আবরার। রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া'আদ্‌তানা রুসুলিকা ওয়া লা তুখজিনা ইয়াওমাল-কিয়ামা। তুখলিফুল-মিয়াদের যুদ্ধ।

যদি কোনও ব্যক্তি (رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا...) *(রাব্বানা ফাগফির লানা...)* নামায শুরু করলে কোন ক্ষতি নেই.

9. ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٢٣﴾ [الأعراف: 23]

রাব্বানা আল্লাহ তাহ আলাইহি ওয়া তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুন্না মিনাল খাসিরিন।

10. ﴿ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾ [يوسف: 101]

ফাতিরাস-সমাবতী ওয়াল-আরদি আন্ত ওয়ালিয়ি ফিদ-দুনিয়া ওয়াল-আখিরাহ। তাওয়াফফানি মুসলিম ওয়া আল হিকনি বিস-সালিহীন।

যদি দোয়াকারী বলে: "(رَبِّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) *(রাব্বি ফাতিরাস- সামাওয়াতি ওয়াল- আরড...)*" সুতরাং এটি আরও ভাল হবে।

11. ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٢﴾ ﴾ [الإسراء: 82]

ওয়া নুনজ্জিলু মিনাল কুরআন মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মু'মিনিন

12. ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ ﴾ [الأنبياء: 69]

কুরআন কুরআন ও কুরআন।

13. ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴿٨٣﴾﴾ [الأنبياء: 83]

ওয়া আইয়ুব ইয নাদা রাব্বাহু আনি মাসানিয়া- দুররু ওয়া আন্দা আরহামূর রাহীমীন।

যদি কোনও ব্যক্তি এই জাতীয় শব্দ দিয়ে শুরু করে:: (رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ...) *(রাব্বি আনি মাসানিয়া...)* এমনকি যদি আপনি এটি করেন তবে প্রার্থনা করা ঠিক আছে.

14. ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴿٨٨﴾﴾ [الأنبياء: 87-88]

দ্বীপটি সুবহানাকা ইন্নি কুন্টু মিনাজ- জলিমিন নয়। ফাস্তাজবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম; পরাজিত হওয়া উচিত নয়।

15. ﴿ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴿٧٨﴾﴾ [الحج: 78]

এটা মাওলাকুম ফানিমাল- মাওলা ওয়া নিমান- নাসির।

16. ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: 14]

ফা তাবারক- আল্লাহু আহসানুল খালীকীন.

17. ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ
يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ
الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: 115-118]

আফাহাসিতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাথান ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন। ফা' তাল্লাহু আল- মালিকু আল-হক্ক; হুয়া রাব্বু আল- আরশি আল- করিমের ইলাহা। ওয়া মান ইয়াদু মা' ল্লাহি ইলাহান আখারা লা বুরহানা লাহু ফা ইন্নামা হিসাবুহু ইন্দা রাব্বিয়। ইন্নাহু লা ইউফলিহু আল-কাফিরুন। ওয়া কুর-রাব্বী- গফির ওয়ার-হাম ওয়া আন্দা খায়রু- রাহিমীন.

18. ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80]

ওয়াই ইজা মারিদ্‌তু ফাহুওয়া ইয়াশফিন।

19. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: 3]

ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা।

20. ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر: 10]

মাগলুবুন ফ্যান্টাসির বছর।

যদি কোনও ব্যক্তি প্রথম শব্দটি এভাবে বলে থাকে,: (رَبِّ إِنِّي...) (*রাব্বি বছর...*) তারপরও নামায সহীহ.

21. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: 22-24]

হুয়াল্লাহুল্লাধী হু দ্বীপ নয়। আলিমুল গায়েবী ওয়াশ-শাহাদাতি হুওয়ার-রহমানুর রহিম। হুয়াল্লাহুল্লাধী হু দ্বীপ নয়। আল-মালিকুল-কুদ্দুসুস-সালামুল-মু'মিনুল মুহাইমিন

আল-আজিজুল-জব্বারুল-মুতাকাব্বির। সুবহানাল্লাহি আম্মা যুষ্রিকুন। হুয়াল্লাহুল-খলিকুল-বারী-উল-মুসাওভিরু লাহুল-

আসমা- উল- হুসনা। স্টেফানি ও'নিল এবং স্টেফানি ও'নিল; ওয়া হুয়াল আজিজুল হাকিম।

22. ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴿١٤﴾﴾ [التوبة: 14]

হযরত কাতিলুহুম (রাঃ) এর রহ আল আলাইহিম ওয়া ইয়াশফি সুদুরা কাওমিম- মু'মিনীন।

23. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴿٥٧﴾﴾ [يونس: 57]

ইয়া আইয়ুহান- নাসু কদ জাআতকুম মাওযহাতুম মীর- রাব্বিকুম ওয়া শিফাউল লিমা ফিস-সুদুরী ওয়া হুদাওয়া রাহমাতুল লিল- মু'মিনীন।

24. ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴿٦٩﴾﴾ [النحل: 69]

ইয়াখরুজু মিম- বুতুনিহা শরাবুম- মুখতালিফুন আলওয়ানুহু ফিহি শিফা'উল-লিন্নাস; এবং তারপরে ডানকিন ডোনাটস রয়েছে।

25. ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴿٤٤﴾﴾ [فصلت: 44]

কুরআনের বিধান কুরআনের বিধান এবং কুরআনের বিধান। আ- আ- জামিয়ু ওয়া আরবিয়? "শোশান, শোস, এস

26. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾ [الإخلاص: 1-4]

বিসমিল্লাহির- রাহমানীর- রহিম। রোববার। আল্লাহুস সামাদ। আমি ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম-লাহু কুফুয়ান রোববার।

27. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾﴾ [الفلق: 1-5]

বিসমিল্লাহ আল-রাহমানির রহিম। বলুন , আমি বিভাজনের পালনকর্তার একজন সদস্য । তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ থেকে। আর অশুভের মন্দতা হচ্ছে মন্দের মন্দতা। আর নবীর মন্দতা। আর ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির মন্দ অবস্থা থেকে রক্ষা করা হয়, যদি সে ঈর্ষান্বিত হয়

28. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۝١ مَلِكِ
النَّاسِ۝٢ إِلَهِ النَّاسِ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۝٤ الَّذِى يُوَسْوِسُ
فِي صُدُورِ النَّاسِ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۝٦﴾ [الناس: 1-6]

বিসমিল্লাহির- রাহমানীর- রহিম। কুলাল আউদু বি রাব্বিনস। হতবাক। ইলাহিন- নাস। মিন শারিল- ওয়াসওয়াসিল- খান্নাস। আল কায়েদার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ উঠেছে। মিনাল- জিন্নাতি ওয়ান- নাস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পলায়নের এই আয়াত ও আয়াতগুলো নিরাময়ের উৎস। কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাময়। পবিত্র কুরআন ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অনেক দোয়া শিখিয়েছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ বড় বড় কিতাবে দেখা যায়।

এখানে এই প্রার্থনাগুলির কয়েকটি দেওয়া হল:

.29

((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ))

খাঁচা ওয়া লা কুওয়াতা বিল্লাহ দ্বীপ।

সহীহ আল বুখারী: 7484, সহীহ আল মুসলাম: 2704

.30

((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ۞ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ
إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا))

আল্লাহুম্মা রাব্বান নাসি, আযহাবিল বাসা ওয়াশফি আতাশ-শাফি লা শিফা' আ দ্বীপ শিফা' উকা শিফা' উল-লা ইউগাদীরু সাকামা।

আপনি যদি রোগীকে 7 বার নামাজ পড়েন তবে আল্লাহ তাকে এই রোগ থেকে নিরাময় করবেন।

31. ((أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ))

আসআলুল্লাহল- আজিমা রাব্বাল- আরশিল- আজিমি ইয়াশফিয়াকা।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ, সহীহ আল-জামী: 5766)

এই দোয়া রোগীকেও করতে হবে:

32. ((لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))

আমি আল্লাহর কাছ থেকে পান করতে চাই না।

(সহীহ বুখারী: 3616)

ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর সকাল ও সন্ধ্যায় 3 ওয়াক্ত নামায আদায় করলে সকল রোগ ও ক্ষতি ক্ষতিকর হবে...... তারা বিষাক্ত পোকামাকড় থেকে রক্ষা পাবে।

33. بِسْمِ اللهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَئٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বিসমিল্লাহিল্লাহি লা ইয়াদুরু মা' আসমিহি শায়ুন ফিল- আরদি ওয়া লা ফিস- সামাই ওয়া হুয়াস সামিউল- আলীম।

(সুনান আবি দাউদ: 5088, সুনান আত-তিরমিযী: 3388)

34. يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সদস্য ছিলেন।

(সুনান আন-নাসাঈ: 6/147, মুস্তাদ্রাক আল-হাকিম: 1/730)

35. أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

উইদুকুমা বিকালিমাতিল- লাহিত- তাম্মাতি মিন কুল্লী শায়তানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মা।

(সহীহ বুখারী: 3371)

আপনে লিয়ে "...أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ" (আউদু বি-কালিমাতি...) অন্যটির জন্য। "...أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ" (উয়েদুকা বি-কালিমাতি...) এটাও বলা যেতে পারে.

36. ((اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ إِلَهَ النَّاسِ)) (متفق عليه)

ইকশিফিল বাস রাব্বান-নাসি ইলাহান-নাস।

37.

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ◉ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ◉ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ◉ اللَّهُ يَشْفِيكَ◉ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

বিসমিল্লাহি আরক্বিকা, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'দিকা, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনি হাসিদিন, আল্লাহু ইয়াশফিকা, বিসমিল্লাহি আরক্বিকা।

(সহীহ মুসলিম: 1286))

38.

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

আল্লাহুম্মা লা সহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহালা, ওয়া আন্দা তাজলুল হাজনা ইধা শি'তা সাহলা।

(সহীহ ইবনে হিব্বান: 2427)

রাসূল আল্লাহ ﷺ কী একটি ফার্মা: "তোমাদের কেউ যদি বিছানা থেকে উঠে কোথাও চলে যায় এবং তারপর ফিরে আসে, তবে সে যেন তার চাদরের কাপড় দিয়ে তাকে তিনবার ঝাড়ু দেয়, কারণ তোমরা জান না তার বিছানায় (সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি) কি হয়েছে? এবং যখন তিনি ঘুমানোর জন্য শুয়ে থাকেন, তখন তিনি বলেন:

39. بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ۞ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي
فَارْحَمْهَا۞ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

বিস্মিকা রাব্বী ওয়াদাতু জানবি ওয়া বিকা আরফাউহু, ফাইন আমসাক্তা নাফসী ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজা বিমা তাহফাজু বিহি ইবাদাকাস-সালিহিন।
(সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

40. হযরত ফাতিমা (রাঃ) সে ফরমায়া:

"আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজ বলব না যা আপনার জন্য খাদিমের চেয়ে উত্তম? যখন আপনি আপনার বিছানায় 33 বার শুয়ে থাকেন। ((سُبْحَانَ اللهِ)) (সুবহান আল্লাহ)), 33 মারতাবা)) ((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ))(আলহামদুলিল্লাহ)) সোনা 34 মারতাবা ((اَللّٰهُ اَكْبَرُ)) ((আল্লাহু আকবর)) কাহা করো." (মুত্তাফাকুন আলাইহ)

.41

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۞اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞

আল্লাহুম্মা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলী মুহাম্মাদীন, কামা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলী ইব্রাহিমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলী মুহাম্মাদীন, কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলী ইব্রাহিমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

أَللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ . رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

আল্লাহুম্মা হযরত মিন কুল্লী বালাইদ দুনিয়া ওয়া আযহাব ইল আখিরাহ। রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তস-সামিউল-আলীম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদীন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।

আমাদের বন্ধুদের সাথে তাবায়েত ও ইশায়েতের এই বইটিতে আমাদের সাথে যোগ দিন

প্রকৌশলী মোহাম্মদ নাসিম (হাফিজাহুল্লাহ) ওয়ালাদ মোহাম্মদ মুরসালিন (রহিমাহুল্লাহ)
(আল-খোবার, সৌদি আরব, বাহরাইন, মুন্সী পুরা, মাউ, ভারত)
তার প্রয়াত পিতা-মাতা غَفَرَ اللّٰهُ لَنَا وَلَهُمَا (জাফরাল্লাহু আলাইহি ওয়া লাহুম) তিনি মরহুম ড. আবদুল মজিদ লারী (রহঃ) এর কন্যা প্রয়াত স্ত্রী আবিদা নাসিম (রহঃ) এর দানে অবদান রেখেছেন.

غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَه وَلِوَالِدَيْنَا وَلِوَالِدَيْهِ وَزَوْجَتِهِ۞ وَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

গাফর-আল্লাহ লানা ওয়া-লাহু ওয়া-লি-ওয়ালিদাইনা ওয়া-লি-ওয়ালিদাহি

ওয়া-জাওজাতিহি, ওয়া-জাজাহু-আল্লাহু খায়রান ফি-দুনিয়া ওয়াল-আখিরাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের, তার পিতা-মাতা, তার পিতা-মাতা ও স্ত্রীকে ক্ষমা করুন এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম সওয়াব দান করুন।

আবু আদনান মুহাম্মদ মুনির কামার নওয়াব উদ্দিন,
অনুবাদক, শরয়ী আদালত,
আল-খোবার এবং সহযোগী দাঈ, মাকাতাব আল-জালিয়াত (দাওয়া সেন্টার) আল-খোবার, আর-রাকাহ এবং আজ-জিল্যাম, সৌদি আরব।